যুগান্তর

তারিখ ... 17 SEP 2017 ...
পৃষ্ঠা ... 4 ... কলাম ... 1 ...

শিক্ষক নিপীড়নের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে

মো. সিদ্দিকুর রহমান

গৌরবময় ও সংগ্রামী ইতিহাস বাঙালি জাতির অহংকার। পেশাজীবী হিসেবে প্রাথমিক শিক্ষকদের ইতিহাসও সংগ্রামের ঐতিহ্যে ভরা। পেশাজীবীদের মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যক প্রাথমিক শিক্ষক মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তখন বেতন-ভাতা কম পেলেও তাদের চোখে-মুখে ছিল সংগ্রামী চেতনা। ১৯৭৩ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাদের সরকারি কর্মচারীর মর্যাদা দিয়ে গৌরবান্বিত করেছেন।

স্বাধীনতার আগে প্রাথমিক শিক্ষকদের সংগ্রামের প্রথম যাত্রা মোনায়েম খানের গভর্নর হাউস ঘেরাও আন্দোলন। এ আন্দোলনের অর্জন প্রথম বেতন স্কেল ১২০ ও ১৩০ টাকা। ১৯৭৫ সালে থানার বাইরে বদলি রোধ, ১৯৮১ সালে ৩ মাস ১০ দিন বিদ্যালয়ে তালা ঝুলিয়ে মিউনিসিপ্যালিটি ও গ্রাম সরকারের হাতে ন্যস্তকরণ জাতীয় সংসদে পাস করা দুটি আইন বাতিল; প্রত্যেক শিক্ষক ও একজন সাথী নিয়ে প্রায় ৩ লাখ লোকের সমাবেশ ঘটিয়ে ঢাকা অবরোধ, পোষ্যর কোটা অর্জন, কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন (যা আজ প্রায় মৃত), উপজেলা পরিষদের হাতে নিয়োগ ও শাস্তি প্রদানের ক্ষমতা রহিতকরণ, সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার পদ সৃষ্টি, এমএলএসএস স্কেল থেকে উন্নত স্কেল আদায়, প্রধান শিক্ষকদের ৩০০ থেকে ৩২৫ টাকার স্কেলে উন্নীতকরণ, প্রধান শিক্ষকদের দ্বিতীয় শ্রেণীর মর্যাদা— এসব অর্জন প্রাথমিক শিক্ষকদের আন্দোলনেরই ফসল।

একটা আন্দোলনের চিত্র আজ মানসপটে ভেসে উঠে। সেটা হল ঢাকার কোতোয়ালি থানার বংশাল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ফারুক চৌধুরীর হত্যাকাণ্ডের বিচারের দাবিতে আন্দোলন। সে সময় ঢাকা শহরের সব স্কুল বন্ধ ঘোষণা করে শিক্ষকরা একযোগে সারা দিন অবস্থান করে বংশাল চৌরাস্তা বন্ধ করে দিয়ে আন্দোলনকে তুঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। সম্প্রতি বরগুনার বেতাগীতে স্কুলে শিক্ষক ধর্ষণের ঘটনায় আমরা ফেসবুক, প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় কিছুটা হলেও আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু সাধারণ শিক্ষকদের কতটা সম্পৃক্ত করতে পেরেছি তা ভাবনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কিছু অপরাধী সরকারি স্কুলের শিক্ষক সমাজের মান-সম্মান লুণ্ঠিত করবে। আর আমরা প্রাথমিক শিক্ষক সমাজ আসামিদের গ্রেফতার ও বিচারের দাবিতে সোচ্চার হতে পারি না? বরগুনার বেতাগীর আন্দোলন সারা দেশের শিক্ষকদের কতটুকু হৃদয় ছুঁয়েছে? তারা কেন এ ইস্যুকে কেন্দ্র করে বিক্ষিপ্তভাবে দায়সারা আন্দোলন করছে? বেতাগীর শিক্ষক আমাদের শিক্ষক সমাজের বোন। বোনের নিপীড়নের বিচারের দাবিতে সব শিক্ষক ভাইবোন আন্তরিকতার সঙ্গে সোচ্চার হবেন, এটাই আজকের প্রত্যাশা।

৩১ জুলাই ২০১৭ তারিখে ভোটার তালিকা সংশ্লিষ্ট কাজ করতে গিয়ে ঢাকার খিলগাঁও এলাকায় কুকুরের কামড়ে মারাত্মকভাবে আহত হন শিক্ষক তাহমিনা খাতুন। প্রাথমিক শিক্ষকদের পাঠদানবহির্ভূত কাজের জন্য শিক্ষার্থীদের সঙ্গে তাদের দূরত্ব বাড়ছে। অথচ শিশুদের পাঠদানে ব্যর্থতার জন্য শিক্ষকদের সমালোচনা করেন অনেকেই। এ অপবাদ ও গ্লানি আর কত সইতে হবে? শিক্ষকদের পাঠদানবহির্ভূত কাজ বন্ধ করার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হবে এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

মো. সিদ্দিকুর রহমান : *আহ্বায়ক, প্রাথমিক শিক্ষক অধিকার সুরক্ষা ফোরাম*
siddiqsir54@gmail.com

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর